তাজমহল রক্ষা করতে না পারলে ভেঙে ফেলুন

কেন্দ্র, রাজ্যকে ভর্ৎসনা সুপ্রিমকোর্টের

নয়াদিল্লি, ১১ জুলাই ঃ তাজমহলের রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে বুধবার ক্ষোভ প্রকাশ করল সুপ্রিমকোর্ট। বিশ্বের সপ্তম আশ্চর্যের অন্যতম এই সৌধের রক্ষণাবেক্ষণের কাজ অবহেলিত হচ্ছে বলে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন শীর্ষ আদালতের বিচারপতিরা। তাঁরা বলেছেন, ‘হয় আপনারা এটার রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করুন, আর না হলে বন্ধ করে দিন বা ভেঙে ফেলুন।’

পরিবেশদূষণের হাত থেকে তাজমহলকে বাঁচাতে কী করণীয় সেই সংক্রান্ত একটি শুনানি চলাকালীন কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের আইনজীবীদের বক্তব্যে বিরক্ত হয়ে বিচারপতিরা এমন মন্তব্য করেন। মোগল আমলের এই ঐতিহাসিক সৌধের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এ দিন আদালত জানায়, তাজমহলের মতো এমন গুরুত্বপূর্ণ সৌধকে সরকার কেন অবহেলা করে, তা বোধগম্য হয় না। তারা কি জানে না, একা তাজমহলই সরকারের বিদেশি মুদ্রার ভাঁড়ার ভরে দিতে পারে?

এ ছাড়া, আইফেল টাওয়ারের চেয়ে তাজ যে অনেক বেশি সুন্দর ও দর্শনীয়, সেকথাও মুক্তকণ্ঠে বলে শীর্ষ আদালত। বিচারপতিরা বলেন, ‘তাজমহলকে সাফসুতরো রাখলে আপনাদেরই লাভ হত। কোশাগারে বিদেশি মুদ্রার অভাব হত না। আইফেল টাওয়ার তো অনেকটা মোবাইল টাওয়ারের মতো দেখতে। তো সেটা দেখতেই প্যারিসে বছরে ৮ কোটি মানুষের ভিড় হয়। আইফেল টাওয়ারের চেয়ে তাজমহল অনেক বেশি আকর্ষণীয়। সেভাবে পরিকল্পনা করতে পারলে পর্যটকদের ঠাঁই দেওয়া যেত না।’ এদিন কার্যত বিচারপতিদের নিশানায় ছিল উত্তরপ্রদেশ সরকারের পরিবেশ ও বন দপ্তর। এই বিষয়ে একটি সংসদীয় কমিটির রিপোর্টকে অগ্রাহ্য করা হয়েছে বলেও যোগী সরকারের বিরুদ্ধে উষ্মা প্রকাশ করেছে আদালত। দূষণের উৎস ও প্রতিকার সম্পর্কে তত্ত্বতালাশ করতে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি নিয়োগের নির্দেশ দিয়েছে দেশের শীর্ষ আদালত। আগ্রা শহরটি বর্তমানে বাণিজ্যিক এলাকার অন্তর্গত। বিগত তিন দশকে এই এলাকার দূষণও মারাত্মক হারে বেড়েছে। চলতি বছরে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার একটি রিপোর্ট থেকে জানা যায়, গোটা বিশ্বে দূষণের বিষে জর্জরিত শহরগুলির তালিকায় আট নম্বরে স্থান হয়েছে আগ্রার। সাম্প্রতিককালে তাজমহলকে উত্তরপ্রদেশের ভ্রমণ মানচিত্র থেকে বাদ দেওয়ায় বিতর্কের মুখে পড়তে হয়েছিল যোগী আদিত্যনাথ সরকারকে। সেই প্রেক্ষিতে আদালতের এ দিনের ক্ষোভ প্রকাশ যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে।

ছবি : পিটিআই

প্রধানমন্ত্রীর সফরের পরই ফের রাজ্যে অমিত শা

নয়াদিল্লি, ১১ জুলাই ঃ ফের রাজ্যে আসছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শা। আগামী মাসে যুব মোর্চার একটি কর্মসূচির সূচনা করতে কলকাতায় আসছেন তিনি। এর আগে জুলাইয়ের ১৬ তারিখ রাজ্যে আসছেন নরেন্দ্র মোদি। জানা গিয়েছে, রাজ্যে আইনশৃঙ্খলার অবনতি, কলেজে ছাত্র ভরতিতে তোলা আদায়, পঞ্চায়েত ভোটে সন্ত্রাস সহ একাধিক অভিযোগে রাজ্যজুড়ে আন্দোলনে নামবে বিজেপির যুব মোর্চা। প্রতিটি জেলায় যুব মোর্চার এই কর্মসূচি পালিত হবে। চলবে একমাস। এই কর্মসূচির সূচনা করবেন অমিত শা। প্রতিমাসে একাধিক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সরকারি কর্মসূচিতে রাজ্যে এলেও আলাদা করে দলের কর্মসূচিতে অংশ নিচ্ছেন। মাত্র একমাসের মধ্যেই পাঁচজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজ্যে এসেছেন। রেলমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল, শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী সুরেশ প্রভুর মতো মন্ত্রীদের রাজ্যে পাঠানো হচ্ছে। দলীয় সূত্রে খবর, শুধু অমিত শা নন। লোকসভা নির্বাচনের আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি রাজ্যে প্রায় ১০টিরও বেশি জনসভা করবেন। উত্তরবঙ্গে ও দক্ষিণবঙ্গে প্রায় ৫টি জনসভা করবেন। শুধু কলকাতা নয়, জেলাতেও একাধিক জনসভা করে তৃণমূলের অনেক আগেই প্রচারে ঝড় তুলতে চাইছে বিজেপি। রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক সায়ন্তন বসু বলেন, ‘যুব মোর্চার একটি কর্মসূচিতে অংশ নিতে অমিত শা আগস্টে রাজ্যে আসছেন। রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলি নিজের নামে চালাতে চাইছে। তার ফলে নাম হচ্ছে রাজ্য সরকারের। তাই কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলি রাজ্যের মানুষের কাছে পৌঁছোচ্ছে কিনা, সেগুলি জানতেই তাঁরা রাজ্যে আসছেন।’

অর্থনীতিতে ফ্রান্সকে টেক্কা ভারতের

প্যারিস, ১১ জুলাই ঃ ফ্রান্সকে টপকে পৃথিবীর ষষ্ঠ বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ হিসেবে উঠে এল ভারত। বিশ্ব ব্যাংকের ২০১৭-এর এই তালিকায় শীর্ষে আছে আমেরিকা। তারপর চিন। তৃতীয় স্থানে আছে জাপান। চতুর্থ এবং পঞ্চম স্থানে রয়েছে যথাক্রমে জার্মানি ও ব্রিটেন। ৪০তম স্থানে আছে প্রতিবেশী দেশ পাকিস্তান। ২০১৭-তে ভারতের জিডিপির পরিমাণ ২.৫৯৭ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার। গত বছর ভারতের বৃদ্ধির হার অনেকটা কমে গেলেও, এ বছরের শুরুতে তা ৭.৭ শতাংশে পৌঁছেছে। আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের পূর্বাভাস, চলতি বছরে বৃদ্ধির হার থাকবে ৭.৪ শতাংশে এবং আগামী বছরে তা হবে ৭.৮ শতাংশ। লন্ডন কেন্দ্রিক একটি গবেষণা সংস্থা জানিয়েছে, ২০৩২-এর মধ্যে ব্রিটেনকেও টপকে যাবে ভারত। ২০১৬-র ৮ নভেম্বর ৫০০ এবং ১০০০ টাকার নোট বাতিল করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তারপর ২০১৭-র জুলাইতে জিএসটি চালু হয়। এই জোড়া ঘটনার বিরূপ প্রভাব অর্থনীতিতে পড়বে বলে অনেকেই আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন। সেই ধাক্কা সামলে দেশের অর্থনীতি যে ছন্দে ফিরছে প্রকাশিত এই তালিকাই তা প্রমাণ করছে। এই রিপোর্টকে সামনে রেখেই এবার বিরোধীদের পালটা জবাব দিতে চাইছে বিজেপি।

TENDER NOTICE

Ref No. Sec.DH &FW/1444 dated 11.07.18 Sealed tender are invited from reputed printing firms/Agencies for supply printing materials for the NID/SNID programme. Last date of submission on 18.07.2018. For details log on www. wbhealth.gov.in www. Malda.gov.in & CMOH office notice board.

Sd/-
CMOH, Malda

Siliguri Jalpaiguri Development Authority
Tenzing Norgey Road, Pradhan Nagar, Siliguri-734003
NOTICE INVITING e-TENDER

The Chief Executive Officer, Siliguri Jalpaiguri Development Authority, Siliguri invites electronic notice inviting e-bid (Online) under 2 (Two) bid system from eligible resourceful bonafide and experienced firms/companies/individual contractors for the following works : Tender No.-(a) **NIT 185/ Engg/Elect/2017-18 of SJDA (3RD CALL)**. **Name of Work**-Providing LED Strip in 150 Nos. of Lamp Post of Ward No : 37, SMC at Siliguri. Amount put to Tender-**Rs. 6,00,000.00**. Time of Completion-**45 Days**. Earnest Money-**Rs. 12,000.00** Cost of Tender Documents-**Rs. 700.00.** Tender Documents Sale/Download and Bid Submission/Upload Start Date & Time-**07.07.2018 from 4.00 P.M.** Tender Documents Sale/ Download and Bid Submission End Date & Time-**14.07.2018 upto 6.00 P.M**. Date of opening of Technical Proposals-**17.07.2018 at 11.00 A.M**. Date of opening of Financial Proposals-**Will be declared after technical evaluation** All details can be obtained from the website-**www. sjda.org/www.westbengal.gov. in** or Log in **http://wbtenders. gov.in/** or contact Engineering Section of SJDA at (0353) 2512922, 2515647.

Sd/-
Chief Executive Officer

সমকামিতা : সুপ্রিমকোর্টে বল ঠেলল কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ১১ জুলাই ঃ সমকামিতা তথা ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৭ ধারা নিয়ে অবস্থান বদল ঘটল কেন্দ্রের। সমকামিতার সাংবিধানিক বৈধতা আছে কি না, তা বিচারের ভার তারা শীর্ষ আদালতের উপরই ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই বিষয়ে হলফনামা দিয়ে কেন্দ্র জানিয়েছে, সমকামিতা তথা ৩৭৭ ধারা নিয়ে কেন্দ্র নিজে কোনো অবস্থান নেবে না। এ ব্যাপারে সুপ্রিমকোর্টের রায়কেই তারা শিরোধার্য করবে। কেন্দ্রের তরফে অতিরিক্ত সলিসিটার জেনারেল তুষার মেহতা হলফনামা দিয়ে এ দিন বলেন, ‘সমকামিতা বৈধ কি অবৈধ, তা নিয়ে কেন্দ্রের নিজস্ব কোনো অবস্থান নেই। বিষয়টি বিচারের ভার তারা সুপ্রিমকোর্টের উপরই ছেড়ে দিচ্ছে। আদালতই তাদের জ্ঞানবুদ্ধি দিয়ে বিচার করুক, সমকামী যৌনতার সাংবিধানিক বৈধতা আছে কি না।’ এত দিন অবশ্য কেন্দ্রীয় সরকার ৩৭৭ ধারা বহাল রাখার পক্ষেই আদালতে সওয়াল করে এসেছে। বুধবার শীর্ষ আদালতকে কেন্দ্র আরও অনুরোধ করেছে, সাংবিধানিক বেঞ্চ যেন অজাচার বা পশুকামিতা সংক্রান্ত সম্পর্কগুলির ব্যাপারে মত দেওয়ার ক্ষেত্রে বিরত থাকে।

ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৭ ধারা অনুযায়ী সমকামিতা দণ্ডনীয় অপরাধ। পারস্পরিক ভাবে সহমত হয়েও যদি দুজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ সমকামী যৌন সম্পর্ক গড়ে তোলেন, তা হলেও তা ৩৭৭ ধারা মোতাবেক দণ্ডনীয় অপরাধ বলেই গণ্য হবে। অপরাধ প্রমাণিত হলে দোষীদের সর্বোচ্চ ১০ বছরের কারাবাসের বিধানও বর্তমান আইনে রয়েছে। ২০০৯-এ এলজিবিটি গোষ্ঠীর তরফে এই আইনকে দিল্লি হাইকোর্টে চ্যালেঞ্জ জানানো হয়। দিল্লি হাইকোর্ট ৩৭৭ ধারাকে অসাংবিধানিক আখ্যা দিয়ে সেটিকে বাতিল করে দেয়। দিল্লি হাইকোর্ট বলে, সমকামিতা কোনো অপরাধ নয়। ৩৭৭ ধারা নাগরিকের মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী। কেন্দ্রীয় সরকার কিন্তু সেই সময় দিল্লি হাইকোর্টের রায়ের বিরোধিতা করেছিল। বিভিন্ন ধারার ধর্মীয় সংগঠন দিল্লি হাইকোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিমকোর্টে যায়। তখন তাদের পাশে দাঁড়িয়েছিল কেন্দ্র। আদালতে দাঁড়িয়ে কেন্দ্রের আইনজীবী জানিয়ে দেন, ৩৭৭ ধারাটিকে সরকার অসাংবিধানিক বলে মনে করে না। তাই তারা এটি খারিজের বিপক্ষে। ২০১৩ সালে সুপ্রিমকোর্ট এই মামলার রায় দেয়। দিল্লি হাইকোর্টের রায় খারিজ করে শীর্ষ আদালত বহাল রাখে ৩৭৭ ধারাটিকে।

সুপ্রিমকোর্টের এই রায়ের বিরুদ্ধে সরব হন এলজিবিটি কমিউনিটির পাশাপাশি মানবাধিকার কর্মীরাও। রায়ের পুনর্বিচারের দাবি জানিয়ে একগুচ্ছ আবেদন জমা পড়ে সুপ্রিমকোর্টে। সেই আবেদনের প্রেক্ষিতে গতকাল সুপ্রিমকোর্ট জানিয়ে দেয়, ৩৭৭ ধারার যৌক্তিকতা বা বৈধতা খতিয়ে দেখবে একটি সাংবিধানিক বেঞ্চ। প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্রের নেতৃত্বাধীন ৫ সদস্যের সাংবিধানিক বেঞ্চে গতকাল থেকেই মামলার পুনর্বিচার শুরু হয়। সাংবিধানিক বেঞ্চে কেন্দ্র জানিয়েছে, ৩৭৭ ধারা নিয়ে তারা কোনো মতামত দেবে না। আদালত যা বলবে তা-ই করবে। পাশাপাশি, কেন্দ্রের আইনজীবী বেঞ্চকে এও জানায় যে, আদালত যেন শুধুমাত্র ৩৭৭ ধারার বৈধতা নিয়েই রায় দেয়। এই বিষয়ে নাগরিকের দায়দায়িত্ব নিয়ে বিচারপতিরা যেন কিছু না বলেন। কারণ, তা হলে সমাজে তার সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়বে।

লোকসভা চালাতে সহযোগিতা প্রার্থনা সুমিত্রার

নয়াদিল্লি, ১১ জুলাই ঃ গত লোকসভা অধিবেশনে বিরোধীদের বাধায় কোনো কাজই হয়নি। আগামী ১৮ জুলাই সংসদের বাদল অধিবেশন। রূপান্তরকামী ও শিশুশিক্ষা সহ মোট ২৮টি বিল পাস করাতে হবে লোকসভায়। ২০১৯ সালে লোকসভা নির্বাচনের আগে সংসদের এই বাদল অধিবেশন মোদি সরকারের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জানা গিয়েছে, এর মধ্যে লোকসভার স্পিকার সুমিত্রা মহাজনের সঙ্গে একটি বৈঠকে বসেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সূত্রের খবর, সেই বৈঠকে সুমিত্রা মহাজনকে অধিবেশন যাতে চলে সেদিকে সর্বতভাবে প্রচেষ্টা চালাতে বলেছেন। এরপরেই আজ লোকসভার সাংসদদের কাছে একটি আবেগঘন চিঠি পাঠান স্পিকার। চিঠিতে তিনি সাংসদদের উদ্দেশে বলেন, মনে রাখবেন, সংসদ হল গণতন্ত্রের মন্দির। একা স্পিকার সংসদ চালাতে পারে না। তার জন্য দরকার সাংসদদের সহযোগিতা। দু-পাতার চিঠিতে আটবারের সাংসদ সুমিত্রা মহাজন নিজের কয়েকটি অভিজ্ঞতার কথাও তুলে ধরেন। তিনি বলেন, আমি আমার অভিজ্ঞতা দিয়ে জানি, সংসদে আমি কী করছি, তার প্রতিক্রিয়া আমার সংসদীয় কেন্দ্রের মানুষের মনে দাগ ফেলে। প্রত্যেকটি সাংসদের উপরই তাঁর কেন্দ্রের মানুষের অসীম আশা, আমাদের সাংসদ সরকারের কাছ থেকে আমাদের মঙ্গলের জন্য কিছু আদায় করে নিয়ে আসবেন। গত কয়েকটি অধিবেশনে দেখা গিয়েছে, সাংসদরা বিল পাসে যেমন সহযোগিতা করছেন না, তেমনই গঠনমূলক আলোচনাও ভেস্তে দিচ্ছেন। আপনারা এটা করে আপনাদের কেন্দ্রের মানুষদেরই হতাশ করছেন। একইসঙ্গে জাতির প্রতি আপনাদের যে কর্তব্য, তাও পালন করছেন না। সংসদে সাংসদদের ব্যবহার গণতন্ত্রের মন্দিরকে নষ্ট করছে। সাংসদরা যাতে ওয়েলে নেমে তাঁদের অভিযোগ না জানান, তার জন্যও অনুরোধ করেছেন সুমিত্রা মহাজন। শেষে ভগবদ্গীতা থেকে একটি শ্লোকের উল্লেখ করেন স্পিকার। বলেন, গীতায় লেখা আছে, একজন মহৎ ব্যক্তি যা করেন, অন্যেরা তা অনুসরণ করেন। তিনি তাঁর কাজের মধ্যে দিয়ে যে ছাপ রেখে যান, সারা বিশ্ব তাকে অনুসরণ করে।

গুহা অভিযানে সাফল্যের চাবি ভারতীয় প্রযুক্তি

হাসপাতালে উদ্ধার হওয়া কিশোর ফুটবলাররা। – এএফপি

নয়াদিল্লি ও ব্যাংকক, ১১ জুলাই ঃ থাইল্যান্ডের গুহায় আটকে পড়া ১২ জন কিশোর ফুটবলার ও তাদের কোচকে উদ্ধার করতে ব্যবহার হয়েছে ভারতীয় প্রযুক্তি। এদেশের সংস্থা কির্লোস্কার ব্রাদার্সের তৈরি পাম্পের সাহায্যেই গুহার জলস্তর কমানো সম্ভব হয়েছিল। উদ্ধারকাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল সংস্থার কর্মী ও থাইল্যান্ডের ভারতীয় দূতাবাস।

গুহায় ফুটবলাররা আটকে পড়ার পরেই ভারতীয় দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করে কির্লোস্কার ব্রাদার্স। দূতাবাসের মাধ্যমে থাই সরকারের কাছে সাহায্যের প্রস্তাব দেয় তারা। ভারতীয় দূতাবাসের পরামর্শে কির্লোস্কারের সাহায্য নিতে রাজি হয় থাইল্যান্ড প্রশাসন। এর পরেই ভারত ও ইংল্যান্ড থেকে সংস্থার প্রশিক্ষিত কর্মীদের যন্ত্রপাতি সহ থাইল্যান্ডে পাঠানো হয়। তাদের সঙ্গে কির্লোস্কারের স্থানীয় কর্মীরাও যোগ দেন। থাই প্রশাসন ও বিশেষজ্ঞদের সাহায্যে জলস্তর কমানোর কাজ চালিয়েছে দলটি। ৫ জুলাই থেকে গুহা থেকে জল বের করার কাজ শুরু হয়। ব্যবহার করা হয় উচ্চক্ষমতার চারটি অটোপ্রাইম ডিওয়াটারিং পাম্প। এগুলির সাহায্যে অল্প সময়ের মধ্যে গুহার জলস্তর কমিয়ে আনা সম্ভব হয়। জল কমার পর গুহা থেকে কিশোরদের বের করে আনার কাজ শুরু করেন উদ্ধারকারীরা।

অন্যদিকে, উদ্ধার হওয়া কিশোররা সকলেই সুস্থ রয়েছে বলে জানিয়েছে থাইল্যান্ডের স্বাস্থ্য দপ্তর। রবিবার থেকে ধাপে ধাপে কিশোরদের বের করে আনার কাজ শুরু হয়েছিল। মঙ্গলবার অবশিষ্ট চার কিশোর ও তাদের কোচকে উদ্ধার করেন ডুবুরিরা। তাদের গুহা চত্বর থেকে ৭০ কিলোমিটার দূরে চায়াংরাই প্রচানুকরহ হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে। থাইল্যান্ডের মুখ্য স্বাস্থ্য অধিকর্তা থংচাই লেটউইলরাই জানিয়েছেন, ‘কিশোররা সুস্থ রয়েছে। তবে প্রত্যেকের ওজন গড়ে ২ কিলো করে কমে গিয়েছে। ওদের জলাতঙ্ক ও টিটেনাশের টিকা দেওয়া হয়েছে। কিশোর ফুটবলারদের আরও কয়েকদিন বিশেষ পর্যবেক্ষণে রাখা হবে।’ তিনি বলেন, ‘রবিবার প্রথম পর্যায়ে যে চার কিশোরকে গুহার বাইরে আনা হয়েছিল তাদের সঙ্গে অভিভাবকদের দেখা করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।’ বুধবার হাসপাতালে ভরতি কিশোরদের একটি ভিডিয়ো জারি করেছে থাইল্যান্ড সরকার। উদ্ধারকারীদের সম্মানে বিশেষ ভোজের আয়োজন করেছেন থাইল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী প্রয়ুথ চান-ওচা। বিশ্বকাপের আসর থেকে ১২ কিশোর ফুটবলার ও তাদের কোচকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ফরাসি ও ব্রিটিশ ফুটবল দল।

সুস্থ রয়েছে কিশোর ফুটবলাররা

জুলাইয়ের শেষে দিল্লি আসতে পারেন মমতা

বিশেষ সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১১ জুলাই ঃ শেষবার দিল্লি এসেছিলেন নীতি আয়োগের বৈঠকে অংশ নিতে। সেবার বৈঠকের চেয়ে মমতার নেতৃত্বে চার মুখ্যমন্ত্রীর একত্রে বৈঠক নজর কেড়েছিল সর্বাধিক। পাশাপাশি দিল্লির উপরাজ্যপালের বিরুদ্ধে ধরনায় বসা দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে সমর্থন দেওয়া নিয়েও বিতর্ক ছড়িয়েছিল কেন্দ্রে। সেই রেশ কাটতে না কাটতেই আবারও দিল্লির পথে পা বাড়াচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূলের অন্দরমহল সূত্রে জানা গিয়েছে, জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহে তিনদিনের সফরে দিল্লি আসছেন মমতা। যাবেন সংসদেও। যদিও মুখ্যমন্ত্রীর এই সফরসূচি বিষয়ক কোনো সরকারি নির্ঘণ্ট এখনও চূড়ান্ত হয়নি, তবু মমতার ঘনিষ্ঠ মহলের দাবি, ২১ জুলাই-র শহিদ দিবস পার করে সংসদ চলাকালীন দিল্লিতে পা রাখবেন তিনি। দিল্লি সফরের মাধ্যমে এক ঢিলে একাধিক পাখি মারাই তাঁর ইচ্ছা বলে জানা গিয়েছে দলীয় সূত্রে। জাতীয় রাজনীতির মাটিতে দাঁড়িয়ে কেন্দ্রবিরোধী আন্দোলনের আঁচ নেওয়ার পাশাপাশি সাংসদদের সংসদীয় স্ট্র্যাটেজি বাতলানো ও বিরোধী শিবিরের শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে সংসদে বৈঠকে বসাই তাঁর সম্ভাব্য দিল্লি সফরের মূল অ্যাজেন্ডা। সংসদ চলাকালীন শীর্ষ বিরোধী শিবিরের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে, সংসদের ভিতরে ও বাইরে মোদিবিরোধী হাওয়া জোরদার করাই মমতার উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য জাতীয় রাজনৈতিক পরিসরে ফেডেরাল ফ্রন্ট নিয়ে দাবিদাওয়া সোচ্চার করা। মুখ্যমন্ত্রীর সম্ভাব্য দিল্লি সফর দিল্লির সিংহাসন দখলের লড়াইয়ে নতুন কোনো বার্তা দেয় কিনা এখন সেটাই দেখার।

উত্তরপ্রদেশে এসপি-বিএসপি জোটে শামিল হতে চায় কংগ্রেস

নয়াদিল্লি, ১১ জুলাই ঃ রাজ্যসভার সদস্যপদ থেকে গতবছর জুলাই মাসে ইস্তফা দিয়েছিলেন বিএসপি নেত্রী মায়াবতী। তাঁকে রাজ্যসভায় বলতে না দেওয়ার জন্য প্রতিবাদস্বরূপ সাংসদ পদ ছেড়ে দেন তিনি। তারপর থেকে তিনি একবারের জন্যও বিধানসভা ও সংসদের সদস্য হননি। বিএসপির যে বিধায়ক সংখ্যা রয়েছে, তাতে মায়াবতীর পক্ষে ফের রাজ্যসভার সদস্য হওয়া সম্ভব নয়। তাই তিনি ঠিক করেছেন, আগামী ২০১৯ লোকসভা ভোটে লড়াই করবেন। লোকসভার যে দুটি কেন্দ্রে সম্প্রতি উপনির্বাচন হয়েছিল, সেই দুটি কেন্দ্রের নির্বাচনি ফলাফলে বিএসপি এবং সমাজবাদী পার্টির জোট চমক দিয়েছে। খোদ মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের সংসদীয় কেন্দ্র গোরক্ষপুরে বিজেপিকে হারিয়ে দিয়েছে এই জোটের প্রার্থী। অন্যদিকে, ফুলপুর সংসদীয় কেন্দ্রেও জোটের কাছে পরাজিত হয়েছে বিজেপি। এই এসপি ও বিএসপি জোটে এবার শামিল হতে চায় কংগ্রেস। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে রাজ্যসভার নেতা গুলাম নবি আজাদ ইতিমধ্যে সেই ইচ্ছের কথা জানিয়েছেন অখিলেশ ও মায়াবতীকে। কংগ্রেসের একটাই আবেদন, তা হল- যে আসনগুলি তাদের লোকসভা ভোটে ছেড়ে দেওয়া হবে, তার সঙ্গে আরও কয়েকটি আসনও অজিত সিংয়ের দল আরএলডিকেও ছেড়ে দিতে হবে। কংগ্রেসের এই আবেদন নিয়ে এখন আলোচনা চলছে সমাজবাদী পার্টি ও বিএসপির রাজ্যস্তরের নেতাদের মধ্যে। যদিও দুই দলের ইচ্ছা, কংগ্রেস তাদের সঙ্গে জোটে শামিল হতে পারে। পরিবর্তে অন্যান্য রাজ্যে লোকসভা ও বিধানসভা ভোটে তাদেরও কয়েকটি আসন ছেড়ে দিতে হবে কংগ্রেসকে। শারদ পাওয়ারের দল এনসিপিও চায় উত্তরপ্রদেশে এই বিজেপি-বিরোধী জোটে শামিল হতে। শেষপর্যন্ত এই জোট যদি দানা বাঁধে, তাহলে উত্তরপ্রদেশে বিজেপি-বিরোধী মহাজোট গঠিত হবে।

মায়াবতী আম্বেদকার নগর লোকসভা আসনে প্রার্থী হতে চান। ২০০২ সালে আসন পুনর্বিন্যাসের পর এই কেন্দ্রটি গঠিত হয়। তার আগে এই কেন্দ্রের নাম ছিল আকবরপুর। বরাবরই এই অঞ্চলটিতে বিএসপির প্রাধান্য রয়েছে। ১৯৯৮ এবং ২০০৪ সালে বিএসপি নেত্রী মায়াবতী এই কেন্দ্র থেকেই জয়লাভ করেছিলেন। সূত্রের খবর, মায়াবতী আগামী লোকসভা ভোটে দুটি কেন্দ্র থেকে প্রার্থী হতে পারেন। সেক্ষেত্রে পশ্চিম উত্তরপ্রদেশের বিজনৌর কেন্দ্রটিকে বেছে রেখেছেন তিনি। বিজনৌর কেন্দ্রে সমাজবাদী পার্টি এবং বিএসপি দুই দলেরই প্রভাব রয়েছে। উল্লেখ্য, বহেনজি তাঁর রাজনৈতিক জীবনের শুরুতে এই বিজনৌর থেকেই লোকসভার সদস্য হয়েছিলেন।

মায়াবতী লোকসভায় দাঁড়ালে অখিলেশ কী করবেন? তথ্যাভিজ্ঞ মহলের মতে, অখিলেশ যাদব সর্বভারতীয় রাজনীতিতে আর পা বাড়াবেন না। তিনি আগামী বিধানসভা ভোটের জন্য অপেক্ষা করবেন। যাতে ভবিষ্যতে আবার মুখ্যমন্ত্রী পদে বসতে পারেন সেই আশায়।

লোকসভা ভোটে লড়বেন মায়াবতী

কংগ্রেস কৃষকবিরোধী, আক্রমণ প্রধানমন্ত্রীর

চণ্ডীগড়, ১১ জুলাই ঃ ফসলের ন্যূনতম সহায়কমূল্য বাড়ানোর কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তকে ব্যান্ডএড দিয়ে রক্তক্ষরণ আটকানোর চেষ্টা বলে কটাক্ষ করেছিলেন কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধি। সেইসঙ্গে কর্ণাটকের কংগ্রেস-জেডিএস জোট সরকারের ৩৪ হাজার কোটি টাকা কৃষিঋণ মকুবের সিদ্ধান্তের প্রশংসা করেছিলেন তিনি। রাহুলের সেই অভিযোগের জবাবে এবার কংগ্রেসকে কৃষকবিরোধী বলে আক্রমণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সেইসঙ্গে শিরোমণি অকালি দলের সর্বোচ্চ নেতৃত্বকে পাশে বসিয়ে এনডিএ শিবিরের ঐক্যের ছবিটাও তুলে ধরলেন তিনি। বুধবার পঞ্জাবের মালাউটে ‘কিষান কল্যাণ র‍্যালি’তে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘গত ৭০ বছরে কংগ্রেস কৃষকদের জন্য কিছুই করেনি। তাদের কঠোর পরিশ্রমের কোনো মর্যাদা দেয়নি। শুধু প্রতিশ্রুতির বন্যা বইয়ে একটি পরিবারের স্বার্থে কাজ করেছে কংগ্রেস। তাদের কাছে কৃষকরা শুধুই ভোটব্যাংক।’ মোদির দাবি, ‘বিজেপি সরকার ন্যূনতম সহায়কমূল্য বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর কৃষকরা স্বস্তি পেয়েছেন। চিন্তার বোঝা তাঁদের কাঁধ থেকে নেমে গিয়েছে। নিজেদের ফসল ফলানোর ব্যাপারে তাঁরা এখন আগের থেকে অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী।’ কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার জন্য তাঁর সরকার কাজ করছে বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী। পঞ্জাবের অমরিন্দর সিংয়ের সরকার কৃষকদের সমস্যা সমাধানের জন্য কোনো কাজ করছে না বলেও অভিযোগ করেন প্রধানমন্ত্রী এবং অকালি নেতৃত্ব। এদিনের অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন পঞ্জাবের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ সিং বাদল, সুখবীর সিং বাদল, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হরসিমরত কৌর বাদল প্রমুখ। এদিকে প্রধানমন্ত্রী চাষিবন্ধু সাজার চেষ্টা করলেও কৃষকদের বিক্ষোভ-প্রতিবাদের হাত থেকে মুক্তি পাননি। এদিন প্রধানমন্ত্রীর সভার আগে মালাউটে বিক্ষোভ দেখায় একাধিক কৃষক সংগঠন। বিক্ষোভকারীরা প্রধানমন্ত্রীর সভাস্থলের কাছে যেতে চাইলে তাদের বাধা দেয় পুলিশ এবং নিরাপত্তাবাহিনী। বেশ কয়েকজনকে আটকও করা হয়। প্রধানমন্ত্রীর ন্যূনতম সহায়কমূল্য বৃদ্ধির সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেন পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী অমরিন্দর সিংও।

উন্নাও কাণ্ডে বিজেপি বিধায়ক কুলদীপকে চার্জশিট

লখনউ, ১১ জুলাই ঃ উন্নাও ধর্ষণ কাণ্ডে অভিযুক্ত বিজেপি বিধায়ক কুলদীপ সিং সেঙ্গারের বিরুদ্ধে বুধবার চার্জশিট পেশ করেছে সিবিআই। বাঙ্গারমৌয়ের বিধায়ক কুলদীপের বিরুদ্ধে এক নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছিল। বছর ১৭-র একটি মেয়ে চাকরির জন্য ওই বিধায়কের বাড়িতে গিয়েছিল। শশী সিং নামে এক মহিলা তাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল। অভিযোগ, ঘটনার সময় দরজায় পাহারায় ছিল শশী। এই ঘটনায় কুলদীপের সঙ্গে সেও অভিযুক্ত হয়। তাকেও একই জেলে রাখা হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছিল গতবছর। কিন্তু প্রকাশ্যে আসে চলতি বছরের এপ্রিলে। ধর্ষণকাণ্ডের সুবিচারের আশায় পুলিশের কাছে গিয়েও কোনো সুরাহা করতে পারেনি মেয়েটির পরিবার। নিরুপায় মেয়েটি শেষপর্যন্ত আত্মাহুতির পরিকল্পনা নেয়। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের বাসভবনের সামনে সে কেরোসিন তেল ঢেলে আগুন জ্বালাতে গেলে সাধারণ মানুষ বাধা দেন। পরিস্থিতির চাপে পড়ে উত্তরপ্রদেশ সরকার তদন্তের দায়িত্ব দেয় সিবিআইকে। উন্নাও কাণ্ড নিয়ে প্রথম চার্জশিটটি সিবিআই পেশ করেছিল শনিবার। তাতে কুলদীপের ভাই সহ পাঁচজনের নাম ছিল।

২১বছরের সেবা হারবাল এখন নতুন রূপে-ভারত বিখ্যাত

দুষ্প্রাপ্য ভেষজ, রস-রসায়নের নাগার্জুন পদ্ধতি, ৭-সাতটি ভাভনার সমন্বয়ে তৈরি আমাদের ঔষধ এখন অব্যর্থ ও অতুলনীয়

তাই সেবা হার্বালের ঔষধ এখন, সব হার্বাল ও আয়ুর্বেদ থেকে হাজার গুন বেশি কার্যকরী। ১০০% গ্যারান্টি

অল্প খরচে ভারত বিখ্যাত ডাক্তার দ্বারা সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসা

সমস্ত ধরনের অর্শ, চর্মরোগ, সোরিয়াসিস, যে কোন নেশা, নার্ভ, লিভার, পেটের সমস্যা, স্ত্রী রোগ, বন্ধ্যাত্ব, সহবাসে অক্ষমতা, শীঘ্রপতন, স্বপ্নদোষ, শুক্রাণু স্বল্পতা, ক্ষুদ্র লিঙ্গ সহ যে কোন যৌন সমস্যা ১০০% সু-চিকিৎসা। বিফলে মূল্য ফেরত

American লিঙ্গবর্ধক যন্ত্র ও জার্মান তেল ফ্রি

সেবা হারবাল ®

শিলিগুড়ি পানিট্যাঙ্কি মোড়- 9933545917

জনসংখ্যায় ২০২৪ সালে চিনকে টপকাবে ভারত

বিশেষ সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১১ জুলাই ঃ আজ বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস। জনসংখ্যা দিবসেই বেনজির তত্ত্ব প্রকাশ্যে আনল রাষ্ট্রসংঘ। সংঘের দাবি, আগামী ২০২৪ সালে জনসংখ্যার নিরিখে চিনকে অতিক্রম করবে ভারত। এই মুহূর্তে ভারতের জনসংখ্যা ১৩২ কোটি ছাড়িয়েছে। চিনের জনসংখ্যা ১৩৮ কোটি। রাষ্ট্রসংঘের রিপোর্ট অনুযায়ী বিশ্বে সবচেয়ে বেশি মানুষের বসবাস এই দুই দেশেই। কিন্তু ভারতের জনসংখ্যা আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে যা ২০২৪-এর মধ্যে এসে দাঁড়াবে ১৫০ কোটিতে। সারা বিশ্বে এই মুহূর্তে ৭.৬ বিলিয়ন মানুষের বসবাস। জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে লাগাম কষতে এবছর রাষ্ট্রসংঘ ‘পরিবার পরিকল্পনা ও মানবাধিকার’ শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করেছে, যেখানে জনসংখ্যা কমানোর উদ্দেশ্যে প্রচার চালানো হবে। এরই পাশাপাশি উঠে এসেছে আরও একটি চাঞ্চল্যকর রিপোর্ট। সমীক্ষা অনুযায়ী, গোটা পৃথিবীতে জন্মনিয়ন্ত্রকের (কনডোম) ব্যবহার প্রায় ৫০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে পুরুষদের মধ্যে। বিশ্বজুড়ে মন্দার মুখে জন্মনিয়ন্ত্রক প্রস্তুতকারক বিভিন্ন বহুজাতিক সংস্থাগুলি। জন্মনিয়ন্ত্রকের ব্যবহারে সর্বাধিক অনীহা দেখা গিয়েছে ভারতেই। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু) ও কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের রিপোর্টে দেখা গিয়েছে, ২০০৮-১৬ সালের মধ্যে জন্মনিয়ন্ত্রকের ব্যবহারের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে প্রায় ৫২ শতাংশ। পাশাপাশি ৭৩ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে পুরুষ-মহিলাদের বন্ধ্যাকরণ প্রক্রিয়াও। ৩০ শতাংশ কমেছে জন্মনিয়ন্ত্রক পিলের ব্যবহারও। বলাবাহুল্য এই রিপোর্টে কপালে ভাঁজ পড়েছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের। ২০১৯ সালের নির্বাচনের আগেই তাই দেশজুড়ে জন্মনিয়ন্ত্রণের পক্ষে নতুন করে প্রচার চালাতে উদ্যোগ নিচ্ছে মোদি সরকার।

মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ার সার্ভিসেস–টেন্ডারের ই–প্রোকিওরমেন্ট
জিই (এএফ) বাগডোগরা, বাগডোগরা–৭৩৪৪২১–এর নিমিত্ত

১. গ্যারিসন ইঞ্জিনিয়ার (এএফ) বাগডোগরা, পোস্ট–বাগডোগরা এয়ারপোর্ট, জেলা–দার্জিলিং (পঃবঃ), পিন–৭৩৪৪২১ ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ২ প্যাকেট পদ্ধতিতে ই–টেন্ডার (অনলাইন)–এর জন্য আবেদন আহ্বান করছেন। প্রতিটির বিপরীতে বরাদ্দকৃত ব্যয় উল্লেখ করা আছে (বাজার হিসেবে)। বিস্তারিত জানতে ওয়েবসাইট দেখুন www.defproc.gov.in. অনুগ্রহ করে জেনে রাখুন যে কাজের সাবলেটিং অনুমোদিত হবে না। নিম্নলিখিত টেন্ডারগুলি প্রকাশনার অনুমিত তারিখ ১১ জুলাই ২০১৮ বা তারপর হবে এবং নিম্নলিখিত কাজের জন্য বৈদ্যুতিন দর ঃ–

ক্রঃ নং	কাজের নাম	টেন্ডার রেফা নং	টেন্ডার আইডি নং	বরাদ্দকৃত ব্যয় (বাজার দর হিসেবে আনুমানিক) লক্ষ হিসেবে	এমইএস তালিকাভুক্ত কনট্রাকটরদের জন্য যোগ্যতা শর্তাবলী	সম্পূর্ণীকরণের মেয়াদ	টেন্ডার মূল্য যার অনুকূলে প্রদেয়
১.	জিই (এএফ) বাগডোগরার অধীনে ২৭৩ এসইউ, এএফ স্টেশনে বিইআর কুলিং সরঞ্জামের বিপরীতে কুলিং যন্ত্রের বিশেষ মেরামতি/প্রতিস্থাপন।	৮১৯৯/ই৮	২০১৮_এমইএস_২০০৪৬৯_১	টা. ১২.০০	শ্রেণি ‘ই’ক্যাটিগোরি সি (ii)	০৬ মাস	টা. ৫০০/– জিই (এএফ) বাগডোগরা
২.	জিই(এএফ) বাগডোগরার অধীনে ২৭৩ এসইউ, এএফ স্টেশনে ডিএসসি ওয়াচ টাওয়ার থেকে (এপিএস কক্ষের পেছনে) ফানগার্ডের প্রবেশ নালা পর্যন্ত বর্ষা নালার ব্যবস্থা।	৮২০০/ই৮	২০১৮_এমইএস_২০০৪৭০_১	টা. ১৫.০০	শ্রেণি ‘ই’ক্যাটিগোরি বি (ii)	০৬ মাস	টা. ৫০০/– জিই (এএফ) বাগডোগরা

দ্রষ্টব্য ঃ
২. উপরের তথ্যগুলি এমইএস ওয়েবসাইট ঃ www.defproc.gov.in এবং ইন্ডিয়ান ট্রেড জার্নালে পাওয়া যাবে। টেন্ডার আইএএফডব্লিউ–২২৪৯, আইএএফডব্লিউ–১৭৭৯এ–এর সম্পূর্ণ বিজ্ঞপ্তি এবং তালিকাভুক্তির শর্তাবলী এমইএস–এর সমস্ত দপ্তরে এবং এমইএস ওয়েবসাইটেও পাওয়া যাবে।
৩. বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে ওয়েবসাইট দেখুন ঃ www.defproc.gov.in
৪. অনুগ্রহ করে জেনে রাখুন যে কোনো পর্যায়েই কাজের সাবলেটিং অনুমোদিত হবে না।

–davp/10102/11/0642/1819–